তাবিথ-ইশরাকের মামলায় সিইসিসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে সমন

ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলের গেজেট বাতিল এবং পুনর্নির্বাচন দাবিতে পরাজিত বিএনপির দুই মেয়রপ্রার্থীর মামলা গ্রহণ করেছেন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে আদালত প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি), নির্বাচন কমিশনের সচিব, দুই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়রসহ ১৬ বিবাদীর নামে সমন জারির নির্দেশ দিয়েছেন।

আগামী ২ এপ্রিল পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য করেছেন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের বিচারক উৎপল ভট্টাচার্য।

গত ১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা সিটি নির্বাচনে ‘অনিয়ম ও কারচুপির’ অভিযোগ তুলে ফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন দাবিতে সোমবার নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন উত্তরে মেয়রপ্রার্থী তাবিথ আউয়াল। একই আরজি জানিয়ে মঙ্গলবার আবেদন করেন দক্ষিণে বিএনপির মেয়রপ্রার্থী ইশরাক হোসেন।

দুটি আবেদন গ্রহণ করে ট্রাইব্যুনালের বিচারক ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ উৎপল ভট্টাচার্য সিইসি কেএম নূরুল হুদা, ইসি সচিব মো. আলমগীরসহ ১৬ বিবাদীকে হাজির হতে সমন জারি করেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ইশরাককে পৌনে ২ লাখ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন মেয়র নৌকার প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

অন্যদিকে প্রায় একই ব্যবধানে তাবিথকে হারিয়ে মেয়র নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আতিকুল ইসলাম।

ভোটের দিন থেকেই বিএনপি বলে আসছে– নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে।

তাপস ও আতিককে নির্বাচিত ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন ৪ ফেব্রুয়ারি গেজেট প্রকাশ করে; ওই গেজেটের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপির মেয়রপ্রার্থীরা।

ধানের শীষের দুই মেয়রপ্রার্থী নতুন নির্বাচনের নির্দেশনা চেয়ে

ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন। তবে বিএনপির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে নির্বাচন কমিশন ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ।

সুত্র-যুগান্তর

পিকআপচাপায় প্রাণ গেল স্কুলশিক্ষিকা মা ও মেয়ের

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় পিকআপচাপায় সিএসজি চালিত অটোরিকশায় থাকা মা ও মেয়ে নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।

বুধবার পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার মজুমদারহাট এলাকায় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মিরওয়ারিশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পলি রানী মজুমদার ও তার মেয়ে নিধি (০২)।

বেগমগঞ্জ থানার ওসি হারুন-উর-রশিদ চৌধুরী জানান, অটোরিকশাটি চৌমুহনী থেকে আপানিয়ায় যাচ্ছিল। পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার মজুমদারহাট এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি পিকআপ তাদের চাপা দেয়।

এতে স্কুল শিক্ষিকাপলি রানী ও তার মেয়েসহ পাঁচজন আহত হন।

তাদের উদ্ধার করে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক মা ও মেয়েকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সুত্র-যুগান্তর

পাপিয়ার ‘পাপের তথ্য’ জানতে ওয়েস্টিন হোটেলকে দুদকের চিঠি

ব্লাকমেইল, প্রতারণা ও অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেফতার বহিষ্কৃত যুব মহিলা লীগ নেত্রী শামীমা নুর পাপিয়া ওরফে পিউ সম্পর্কে তথ্য জানতে ওয়েস্টিন হোটেলে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের উপ-পরিচালক শাহীন আরা মমতাজ সোমবার বিকালে অভিজাত হোটেল কর্তৃপক্ষকে এ চিঠি দেয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে দুদকের পরিচালক প্রণব কুমার ভট্টাচার্য জানান, চিঠিতে ওয়েস্টিন হোটেলে পাপিয়া এ পর্যন্ত কতদিন অবস্থান করেছেন এবং সেখানে কত টাকা বিল দিয়েছেন সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে। এছাড়া পাপিয়ার কাছে আসা ব্যক্তি ও হোটেলে অবস্থানকারীদের বিষয়েও তথ্য চাওয়া হয়েছে। অনুসন্ধানের স্বার্থে প্রয়োজনে ওই সময়ের ভিডিও রেকর্ডও চাওয়া হতে পারে।

সূত্র জানায়, কারা ওই আস্তানায় যাতায়াত করত তাদের নামসহ পদ-পদবি উল্লেখ করে আগামী ৫ কার্যদিবসের মধ্যে দুদকে তথ্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে চিঠিতে। এর আগে ২২ ফেব্রুয়ারি বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতারের পর আলোচনায় এলে পাপিয়ার অবৈধ সম্পদের খোঁজে নামে দুদক। দুদকের উপ-পরিচালক শাহিন আরাকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেয়া হয়।

গোয়েন্দা সংস্থার জ্যেষ্ঠ এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে যাদের নাম পাওয়া গেছে সেই তালিকাসহ পাপিয়াকে গ্রেফতারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তার আলোকে একটি প্রতিবেদন তৈরির পর সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে দাখিল করা হয়েছে।

তদন্ত শেষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ওই কর্মকর্তা জানান। ওই কর্মকর্তা বলেন, অনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তার আস্তানায় আসা ব্যক্তিদের গোপন ভিডিও সংগ্রহ করে তা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকাসহ বিভিন্ন কাজ বাগিয়ে নিতেন।

এদিকে দুদক সূত্রে জানা গেছে, অবৈধ সম্পদ অর্জনের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের হিসাব বড় ভূমিকা রাখে। তাই হোটেলে তার ব্যয়ের বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়েছে। পাপিয়ার অবৈধ সম্পদ অর্জনের বিষয়ে গত বৃহস্পতিবার অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়ে রোববার অনুসন্ধান কর্মকর্তা নিয়োগ দেয় দুদক।

দুদক বলছে, পাপিয়ার সম্পদ অনুসন্ধানের পাশাপাশি তিনি কাদের সহায়তায় এসব সম্পদ অর্জন করেছেন তাও খতিয়ে দেখা হবে।

উল্লেখ্য, গুলশানের ওয়েস্টিন হোটেলের প্রেসিডেন্ট স্যুট নিজের নামে কয়েক মাস ধরে বুক করে অবৈধ নারী, অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা এবং চাঁদাবাজিসহ নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছিলেন শামীমা নূর পাপিয়া। র্যা ব বলছে, গত তিন মাসে শুধু ওই হোটেলেই পাপিয়া বিল দিয়েছেন এক কোটি ৩০ লাখ টাকা। হোটেলটির বারে তিনি প্রতিদিন বিল দিতেন প্রায় আড়াই লাখ টাকা। এই হোটেলের প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট বরাদ্দ ছিল পাপিয়ার।

ওয়েস্টিন হোটেলের ২২ তলায় সবচেয়ে বিলাসবহুল প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটটিতে থাকতে বহু টাকা গুনতে হতো পাপিয়াকে। চার বেডরুমের ওই সুইটের প্রতিরাতের ভাড়া সাধারণভাবে দুই হাজার ডলারের মতো।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পাপিয়া তার অতিথিদের প্রথমে নিয়ে যেতেন ওয়েস্টিনের লবিতে। পরে লাঞ্চ বা ডিনার শেষে সেখান থেকে নিয়ে যেতেন তার নামে বরাদ্দকৃত বিলাসবহুল প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটে।

২৩ তলাবিশিষ্ট ঢাকা ওয়েস্টিন হোটেলের লেভেল-২২ এ ১ হাজার ৪১১ বর্গফুট জায়গাজুড়ে বিলাসবহুল প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট। সেখানে অতিথিদের সুন্দরী তরুণীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বৈঠক করতেন পাপিয়া।

এর পর পছন্দসই তরুণীকে নিয়ে গোপন কক্ষে প্রবেশ করতেন ভিআইপিরা।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে প্রথম অনলাইনভিত্তিক যৌন ব্যবসার প্ল্যাটফর্ম ‘এসকর্ট’ গড়ে তোলেন যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়া ওরফে পিউ। এটি গড়ে তুলতে রাজনীতিকে

তিনি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন।

এখান থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সুন্দরী তরুণী সরবরাহ করা হতো। কয়েক বছর আগে ‘এসকর্ট’টি গড়ে তোলা হলেও এরই মধ্যে তা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে সারাদেশের বিভাগীয় শহরগুলোয়।

যৌনব্যবসার অনলাইনভিত্তিক সাইট ‘এসকর্ট’ এখনও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় রয়েছে। রিমান্ডের প্রথম দিনেই জিজ্ঞাসাবাদে এসব তথ্য দিয়েছেন সদ্য বহিষ্কৃত যুব মহিলা লীগ নেত্রী পাপিয়া। এসকর্টের সঙ্গে জড়িত দেহব্যবসায়ী সুন্দরী তরুণী এবং তাদের খদ্দেরদের নামও বলেছে পাপিয়া।

উল্লেখ্য, ২২ ফেব্রুয়ারি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে পালানোর সময় পাপিয়াসহ চার জনকে গ্রেফতার করে র্যাব। পরের দিন সকালে রাজধানীর ইন্দিরা রোডে পাপিয়ার বাসায় অভিযান চালায় র্যাব। সেখান থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ২০ রাউন্ড গুলি, পাঁচ বোতল বিদেশি মদ, ৫৮ লাখ ৪১ হাজার টাকা, পাঁচটি পাসপোর্ট, তিনটি চেক, বেশ কিছু বিদেশি মুদ্রা এবং বিভিন্ন ব্যাংকের ১০টি এটিএম কার্ড উদ্ধার করা হয়। অবৈধ অস্ত্র ও মাদক রাখা, জাল টাকা সরবরাহ, মাদক ব্যবসা এবং অনৈতিক কাজের অভিযোগে ইতোমধ্যে তিনটি মামলা করেছে র্যাব। এ সব মামলায় পাপিয়া ও তার স্বামী মতি সুমনের ১৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

আর গ্রেফতার হওয়ার পর প্রতারণা, অবৈধ অর্থ পাচার, জাল টাকা সরবরাহ, মাদক ব্যবসা ও অনৈতিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে শামীমা নুর পাপিয়াকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেছে যুব মহিলা লীগ।

সুত্র-যুগান্তর

টেকনাফে কথিত বন্দুকযুদ্ধে ৭ ‘রোহিঙ্গা ডাকাত’ নিহত

কক্সবাজারের টেকনাফের পাহাড়ি এলাকায় কথিত বন্দুকযুদ্ধে সাতজন

নিহত হয়েছেন, যারা রোহিঙ্গা ডাকাতদল ‘জকি বাহিনীর’ সদস্য বলে র্যাবের ভাষ্য।
র্যাব-১৫ রামু ব্যাটালিয়ানের উপ-অধিনায়ক মেজর মো. রবিউল ইসলাম বলছেন, গতকাল গতকাল সোমবার ভোরে উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের মোছনী রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় গোলাগুলির ওই ঘটনা ঘটে।

নিহতদের মধ্যে চারজনের নাম জানা গেছে। এরা হলেন কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার ২৭ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ডি-৫ ব্লকের বাসিন্দা মোহাম্মদ ফারুক ওরফে ফারুক ডাকাত (৩৫), একই ক্যাম্পের ই-ব্লকের নূর হোসেন ওরফে নুরাইয়া ডাকাত (৩৫), আলী হোসেন ওরফে আলী ডাকাত এবং শালবাগান ক্যাম্পের মোহাম্মদ ইমরান ওরফে ইমরান ডাকাত (২২)।

বাকি তিনজনের নাম জানাতে পারেননি র্যাব কর্মকর্তারা। তবে নিহত সবাই রোহিঙ্গা নাগরিক এবং টেকনাফের বিভিন্ন ক্যাম্পের বাসিন্দা বলে জানান তারা।
রাতে র্যাব-১৫ রামু ব্যাটালিয়ানের দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দেন উইং কমান্ডার আজিম আহমেদ।

কক্সবাজারের টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্প কেন্দ্রিক একাধিক সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল সক্রিয় রয়েছে; যারা ক্যাম্প সংলগ্ন বিভিন্ন গহীন পাহাড়ে আস্তানা গড়ে তুলে নানা ধরণের অপরাধ সংঘটিত করছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

এ ধরণের একটি সশস্ত্র রোহিঙ্গা ডাকাত দলের সঙ্গে গতকাল সোমবার ভোর রাতে র্যাবের বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় ‘জকির বাহিনীর’ ৭ সদস্য নিহত ও ৩ জন র্যাব সদস্য আহত এবং ৩ টি বিদেশী পিস্তল, ৭ টি দেশিয় তৈরী বন্দুক, ১২ টি পিস্তলের গুলি ও ১৩ টি কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার সন্ধ্যায় র্যাব-১৫ রামু ব্যাটালিয়ান দপ্তরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন উইং কমান্ডার আজিম আহমেদ। বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় নিহতরা হল, টেকনাফের ২৭ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ডি-৫ ব্লকের বাসিন্দা মোহাম্মদ ফারুক ওরফে ফারুক ডাকাত (৩৫), একই ক্যাম্পের ই-ব্লকের নুর হোসেন ওরফে নুরাইয়া ডাকাত (৩৫), আলী হোসেন ওরফে আলী ডাকাত এবং শালবাগান ক্যাম্পের মোহাম্মদ ইমরান ওরফে ইমরান ডাকাত (২২)।

উইং কমান্ডার আজিম বলেন, টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় আস্তানা গড়ে তুলে মাদকপাচার, মানবপাচার, চাঁদাবাজি, ডাকাতি ও অপহরণসহ নানা ধরনের অপরাধ সংঘটনকারী একাধিক সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল সক্রিয় রয়েছে।

“এগুলোর মধ্যে রোহিঙ্গা ডাকাত দল ‘জকির বাহিনী’ স্থানীয়দের মাঝে মূর্তিমান আতংকের নাম। এছাড়া সম্প্রতি ‘সালমান শাহ বাহিনী’ নামের আরেকটি ডাকাত দলও নানা ধরনের অপরাধে জড়িত রয়েছে।”

র্যাব কর্মকর্তা বলেন, রোববার মধ্যরাতে টেকনাফের জাদিমুরায় মোছনী রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন গহীন পাহাড়ি এলাকায় সশস্ত্র জকির বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছে খবরে র্যাবের একটি দল অভিযান চালায়। এক পর্যায়ে ভোর রাতের দিকে ওই এলাকায় জকির বাহিনীর আস্তানার সন্ধান পায় র্যাব।
“ঘটনাস্থলে পৌঁছলে র্যাব সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে ডাকাত দলের সদস্যরা। র্যাবও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি ছোড়ে।”

তিনি বলেন, ডাকাত দলের সঙ্গে র্যাবের থেমে থেমে প্রায় চার ঘণ্টাব্যাপী গোলাগুলি চলে। এক পর্যায়ে গোলাগুলি থেমে গেলে ঘটনাস্থলে সাত জনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। এতে বাহিনী প্রধান জকিরসহ আরও একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

এ সময় তিন জন র্যাব সদস্যও আহত হন বলে তিনি জানান।
ঘটনাস্থল থেকে তিনটি বিদেশি পিস্তল, সাতটি দেশে তৈরি বন্দুক, ১২টি পিস্তলের গুলি ও ১৩টি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে বলেও তিনি সংবাদ সম্মেলনে জানান।

“আহতদের টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক গুলিবিদ্ধ সাত জনকে মৃত ঘোষণা করেন।”

আজিম আরও বলেন, আহত র্যাব সদস্যদের টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সাত মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর জন্য টেকনাফ থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে র্যাব কমান্ডার বলেন, টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পকেন্দ্রিক সক্রিয় ডাকাত দলের সদস্যরা মাদকপাচার ও মানবপাচারসহ নানা ধরনের অপরাধে উপার্জিত অর্থ দিয়ে অবৈধ অস্ত্র সংগ্রহ করছে বলে তথ্য রয়েছে।

আজিম বলেন, অপরাধ সংঘটিত করে সশস্ত্র ডাকাত দলের সদস্যরা গহীন পাহাড়ি আস্তানায় আত্মগোপন করে থাকে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আশপাশের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় এসব ডাকাত দলের একাধিক গোপন আস্তানা রয়েছে।

“এগুলোর মধ্যে জকির বাহিনীর প্রধান জকিরের পাহাড়ি আস্তানা ছাড়াও রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরে পাঁচটি আস্তানা রয়েছে; যেগুলো এক সময় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় নিহত রোহিঙ্গা মাদক পাচারকারী নুর মোহাম্মদ বাসা ছিল। এসব বাসা আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করে রোহিঙ্গা ডাকাত জকির ক্যাম্পের অভ্যন্তরে অপরাধ সংঘটন করে চলছে।”

বন্দুকযুদ্ধের সময় পালিয়ে যাওয়া বাহিনী প্রধান জকিরসহ অন্যদের গ্রেপ্তারে র্যাব অভিযান অব্যাহত রেখেছে বলে জানান উইং কমান্ডার আজিম।

মেপ্র/আরজেএম

কলেজজীবনে ছাত্রী হোস্টেলেও ‘পাপের আস্তানা’ গড়েছিলেন পাপিয়া!

গ্রেফতারের পর নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের বহিস্কৃত সাধারণ সম্পাদক শামিমা নূর পাপিয়া ওরফে পিউয়ের ব্যাপারে বেরিয়ে আসছে অনেক চমকপ্রদ তথ্য।

জানা গেছে, নরসিংদী সরকারি কলেজে লেখাপড়া করার সময় সেখানকার ছাত্রী হোস্টেলেও ‘পাপের আস্তানা’ গড়ে তুলেছিলেন পাপিয়া।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ২০০৬ সালের দিকে নরসিংদী সরকারি কলেজে প্রথম ছাত্রী হোস্টেল উদ্বোধন হয়। ওই সময় হোস্টেলের একটি কক্ষ নিজেদের আস্তানা বানিয়েছিলেন পাপিয়া।

সেখানে অনেক বহিরাগত ছাত্রীর যাতায়াত ছিল। কোনো কোনো ছাত্রীকে প্রলোভন ও চাপ দিয়ে ওই সময় খারাপ পথে নিয়েছিলেন তিনি। তখনও স্থানীয় অনেকে পাপিয়ার এসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অবগত ছিলেন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সূত্র জানায়, নরসিংদী সরকারি কলেজেই সুমনের সঙ্গে পরিচয় হয় পাপিয়ার। পরিচয় হওয়ার পর তারা ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন। বন্ধু থেকে একপর্যায়ে মতি সুমনের প্রেমিকা হন পাপিয়া। পরে তারা বিয়েও করেন।

সুমনের হাত ধরে রঙিন দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় শুরু হয় পাপিয়ার। কলেজের সাধারণ ছাত্রী হয়েও সুমনের মাধ্যমে প্রথমে নরসিংদীর স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরিচয় হয় তার।

বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে স্থানীয় অনেক রাজনৈতিক নেতা পাপিয়াকে তাদের কাজে ব্যবহার করতে শুরু করেন। সেখান থেকেই শুরু হয় পাপিয়ার বেপরোয়া জীবন।

তবে সুমনের হাত ধরে পাপিয়ার উত্থান হলেও একপর্যায়ে প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ক্ষমতায় স্বামীকেও ছাড়িয়ে যান পাপিয়া।

মামলার তদন্ত তদারক কর্মকর্তা ডিবির উত্তর বিভাগের ডিসি মশিউর রহমান বলেন, পাপিয়া-সুমন দম্পতি ও তাদের সহযোগীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সত্য তথ্য বের করে আনা হবে।

সুত্র-যুগান্তর

বিদ্যুতের দাম নিয়ে কাদেরের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা ফখরুলের

‘বিদ্যুৎ-পানির সামান্য মূল্যাবৃদ্ধিতে জনগণের ভোগান্তি হবে না’-আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন মন্তব্যের

কড়া সমালোচনা করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, তারা এমন পর্যায়ে চলে গেছেন যে, তাদের লোকজনদের ঘর থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে। তাদের এখন সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, ব্যথা-বেদনা ও কষ্ট বোঝার শক্তিও নেই।

রোববার দুপুরে জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে নেতাকর্মীদের নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা এখন তাদের কাছে কোনো বিষয়ই নয়।

ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যের সমালোচনায় তিনি বলেন, আমরা বহুবার বলেছি– এ দলটি এখন ব্যাংকক্রাফট হয়ে গেছে। তারা মানুষের কষ্টটা বুঝতে পারেন না। আজকে যেটাকে উনি সামান্য বলছেন, এটা যে একজন সাধারণ মানুষের জন্য কত অসামান্য সেটা বোঝার শক্তিও তার নেই। কারণ তারা এখন এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে, যেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের লোকজনের ঘরের মধ্যে পাওয়া যায়। তারা তো বুঝবেন না মানুষের কষ্ট। এখন বেগমগঞ্জে বাড়ি, কানাডায় বাড়ি, ইংল্যান্ডে বাড়ি, নিউইয়র্কে বাড়ি এগুলোই তাদের এখন প্রায়োরিটি। আমরা বুঝি এর জন্য জনগণ তাদের থেকে মুক্তি চায়।

উল্লেখ্য, ধানমণ্ডির আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিদ্যুৎ-পানির দাম যতসামান্য বাড়ানো হয়েছে, এতে জনগণের ভোগান্তি হবে না।

সরকার অস্ত্রের মুখে টিকে আছে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, আজকে যে সরকার অবৈধভাবে জনগণের কোনো ম্যান্ডেড না নিয়েই জোর করে অস্ত্রের মুখে ক্ষমতা দখল করে আছে। তারা দেশের গণতান্ত্রিক সব প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙে দিচ্ছে অত্যন্ত সচেতনভাবে।

খালেদা জিয়াকে গণতন্ত্রের মুক্তির নেতা উল্লেখ করে দলটির মহাসচিব বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে আমরা মনে করি তিনি শুধু বিএনপি নেতা নন, তিনি সমগ্র দেশের মানুষের মুক্তির নেতা। তিনি গণতন্ত্রের মুক্তির নেতা। সেই কারণে তার অসুস্থতা আমাদের সবাইকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করেছে এবং আমরা চেষ্টা করছি দুই বছর ধরেই তাকে একদিকে আইনগতভাবে অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবে মুক্ত করবার জন্য। এই ভয়াবহ ফ্যাসিস্ট সরকার যারা সব মানবিক বোধগুলোকে ধ্বংস করে

দিয়েছে তারা আজকে শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আটকে রেখেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশেই তারা বেগম খালেদা জিয়াকে যেটা তার প্রাপ্য জামিন, সে জামিন তারা দিচ্ছে না।

খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আন্দোলনের কথা তুলে ধরে মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা জনগণের কাছে যাচ্ছি। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করছি। আমরা বিশ্বাস করি জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি নেতা মুক্ত হবেন।

এ সময় মৎস্যজীবীদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সুত্র-যুগান্তর

বিদ্যুৎ-পানির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা দেশে মানববন্ধন করবে বিএনপি

বিদ্যুৎ ও পানির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আগামী সোমবার সারা দেশে মানববন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি।

শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

রিজভী বলেন, বিদ্যুৎ ও ওয়াসার পানির দাম বৃদ্ধির গণবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগামী ২ মার্চ (সোমবার) ঢাকা মহানগরসহ সারাদেশে জেলা সদর ও মহানগরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হবে।

ঢাকায় ওই মানববন্ধন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বেলা ১১টায় শুরু হয়ে ১২টা পর্যন্ত চলবে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ১২ বছরে মোট ১৩ বার ওয়াসার পানির দাম বেড়েছে। একই সময়ে পানির দাম প্রায় চার

গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রিজভী বলেন, আগামী এপ্রিল মাস থেকে গ্রাহকদের আগের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি দাম দিয়ে ওয়াসার পানি কিনতে হবে। তবে সেই পানি বিশুদ্ধ হবে কি না তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

বিএনপির মুখপাত্র বলেন, গ্যাসের দাম বাড়ানোর পর গত বৃহস্পতিবার সরকারের নির্দেশে বিইআরসি কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো সম্পূর্ণরুপে জনস্বার্থ পরিপন্থি।

সরকারের এসব গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিজেদের লুটপাটকে অব্যাহত রাখা এবং দেশের মানুষকে শোষণ করে কঙ্কালসার বানানোই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সুত্র-যুগান্তর

গ্রামকে শহরে রুপান্তর করার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে-প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিল প্রতিটি গ্রামকে শহরে পরিণত করা হবে। গ্রামকে শহরে রুপান্তর করার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এখন গ্রাম গুলোতে কাচা রাস্তা খুজে পাওয়া মুশকিল। দোর গোড়ায় চিকিৎসা সেবা, তথ্য প্রযুক্তি সেবা সহ প্রয়োজনীয় সকল সেবা এখন গ্রাম থেকেই পাচ্ছে জনগণ।

কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি কে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা মুজিবনগর মেহেরপুরের মানুষ। বাংলাদেশের যেকোন জায়গায় আমাদের পরিচয় দিতে গর্ব হয়।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে উন্নয়ন হচ্ছে না। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে।

মেহেরপুরের ভৈরব খনন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি নন্দন ভবন নির্মান, বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা নির্মান, মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত চার লেন সড়কের অনুমোদন সহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ তুলে ধরে জনগনকে সরকারের পাশে থাকার আহবান জানান ফরহাদ হোসেন এমপি।

এছাড়াও তিনি বলেন, ভৈরব নদের বাকি অংশ খনন করার কাজ ও মেহেরপুরে রেল সংযোগের কাজ দ্রুত শুরু হবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মেহেরপুরে আর কোন কাজ বাকি থাকবে না।

শুক্রবার বিকালে কুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী মাস্টার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুর রব, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম শাহীন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন চুন্ন, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আনারুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহজামান, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরণ, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি আরিফুর রহমান, যুবলীগ নেতা সেলিম রেজা প্রমুখ।

মেপ্র/আরপি

খালেদা জিয়ার জামিন আবারো নাকচ করলো হাইকোর্ট

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত হয়ে কারাগারে আটক বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। অর্থাৎ এ দফাতেও জামিন পেলেন না খালেদা।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে আদালতে মামলার শুনানি শুরু হয়। সে সময়ে হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী খালেদা জিয়ার সর্বশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) থেকে পাঠানো তার চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, খালেদা জিয়া বিএসএমএমইউ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্মতি দেননি।

এরপর খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা বিশেষায়িত হাসপাতালে তার উন্নত চিকিৎসার জন্য হাইকোর্টে আবেদন জানান।

কিন্তু আদালত তার স্বাস্থ্য রিপোর্ট পড়ে সেই আবেদন খারিজ করে দেন।

রিপোর্টে, খালেদা জিয়ার ডায়াবেটিস, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আছে উল্লেখ রয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে বিএসএমএমইউ-তে উন্নত চিকিৎসা সম্ভব উল্লেখ করে আদালত নির্দেশ দিয়েছে যেন খালেদা জিয়ার সম্মতির ভিত্তিতে দ্রুত তার চিকিৎসা শুরু করা হয়।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চে প্রতিবেদনটি দাখিল করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. আলী আকবর।

এর আগে গত রোববার উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়া সম্মতি দিয়েছেন কিনা, সম্মতি দিলে চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিনা এবং চিকিৎসা শুরু হলে কী অবস্থা তা জানাতে বিএসএমএমইউ এর উপাচার্যকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট।

মেপ্র/আরপি

খালেদা জিয়ার জামিন শুনানি শেষ, আদেশ বেলা ২টায়

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয়েছে। আজ বেলা ২টায় শুনানির ওপর আদেশ দেবেন হাইকোর্ট বেঞ্চ।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ শুনানি গ্রহণ করে এ সময় ধার্য করেন।

খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এ সময় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, সগির হোসেন লিওন ও ফারুক হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে হাইকোর্ট বেঞ্চে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সবশেষ স্বাস্থ্য প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বিএসএমএমইউর প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, এই হাসপাতালের অধীনে উন্নত চিকিৎসায় খালেদা জিয়া সম্মতি দেননি।

আদালতের নির্দেশানুযায়ী বুধবার খালেদা জিয়ার চিকিৎসাসংক্রান্ত মেডিকেল রিপোর্ট জমা দেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। তবে আর্থ্রাইটিসের উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি সম্মতি দেননি বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জামিন আবেদনের ওপর আদেশকে কেন্দ্র করে সবার চোখ আজ উচ্চ আদালতের দিকে। খালেদা জিয়া কি জামিন পাবেন? নাকি আবেদন খারিজ হয়ে যাবে? এ নিয়ে জনমনে রয়েছে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা। বিএনপি নেতা ও আইনজীবীরা বলছেন, ন্যায়বিচার পেলে খালেদা জিয়া জামিন পাবেন বলে আশাবাদী। তবে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বুধবারই বলেছেন– খালেদা জিয়ার জামিন পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বুধবার সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর বিএসএমএমইউ

কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদন জমা দেন বলে জানিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের স্পেশাল অফিসার মো. সাইফুর রহমান।

তিনি বলেন, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিএসএমএমইউর আইনজীবী তানিয়া আকতার বিএনপি চেয়ারপারসনের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন সুপ্রিমকোর্ট রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করেন।

এর আগে ২৩ ফেব্রুয়ারি জিয়া চ্যারিটেবল মামলায় জামিন আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কেএম জহিরুল হকের যুগ্ম-বেঞ্চ বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে বিএসএমএমইউ উপাচার্যকে কোনোরকম ব্যর্থতা ছাড়াই এ প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর ওই প্রতিবেদন দাখিল এবং পাশাপাশি মামলার শুনানির জন্য বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করা হয়েছিল। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে খালেদা জিয়া অ্যাডভান্স থেরাপির জন্য সম্মতি দিয়েছেন কিনা, সম্মতি দিলে চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিনা এবং বর্তমান তার কী অবস্থা তা জানিয়ে প্রতিবেদন বুধবারের মধ্যে দিতে বলা হয়।

সেদিন খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এ সময় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, সগির হোসেন লিওন ও ফারুক হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

ওই দিন শুনানিতে জয়নুল আবেদীন বলেন, আমরা একমাত্র স্বাস্থ্যগত কারণে আবার আদালতে এসেছি। খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যগত অবস্থা আগের থেকে অনেক খারাপ। তিনি ৫ মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। নিজের হাতে খেতেও পারেন না। খাবার খেলেও তিনি প্রায় বমি করেন।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করার পর পরিবারের সদস্যরা গণমাধ্যমকে বলেন, তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এভাবে থাকলে তার কখন কী হয়ে যায় তা বলা যায় না। তাই আমরা তার জামিন প্রার্থনা করছি।

খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার প্রতিবেদন দিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ভিসির প্রতি নির্দেশনা চেয়ে করা আবেদন তুলে ধরেন জয়নুল আবেদীন। তিনি বলেন, ‘প্রয়োজনে তার স্বাস্থ্যগত সর্বশেষ অবস্থা কী, সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন চাইতে পারেন।’

শুনানিতে জামিনের বিরোধিতা করে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, এর আগে এ আদালতে একই আবেদন করা হয়েছে এবং আপিল বিভাগে খারিজ হয়েছে। আপিল বিভাগে খারিজ হওয়া আবেদন এবং এ আবেদন পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আপিল বিভাগ তো বলেছেন উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তার সম্মতিতে সেটি করা হবে। এ ছাড়া তার চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ওষুধ বাংলাদেশে রয়েছে। এর পর হাইকোর্ট খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেন।

দুর্নীতির দুই মামলায় ১৭ বছরের দণ্ড মাথায় নিয়ে কারাবন্দি খালেদা জিয়া এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দল ও পরিবারের সদস্যরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে অন্য হাসপাতালে নিতে চাইলে তাতে অনুমতি মেলেনি।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় জামিন চেয়ে এর আগেও হাইকোর্টে আবেদন করেন খালেদা জিয়া। কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব, সংশ্লিষ্ট আইনের সর্বোচ্চ সাজা এবং বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়াসহ অন্য আসামিদের করা আপিল শুনানির জন্য প্রস্তুত- এমন তিন বিবেচনায় হাইকোর্ট বেঞ্চ ৩১ জুলাই সেই আবেদন খারিজ করে দেন। এর পর খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা আপিল বিভাগে যান। কিন্তু খালেদা জিয়া জামিন পাননি।

১২ ডিসেম্বর আপিল বিভাগ কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়ে জামিন আবেদনটি খারিজ করে দেন। আপিল বিভাগের ওই রায়ে বলা হয়, বিএনপি চেয়ারপারসনের সম্মতি থাকলে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে দ্রুত ‘অ্যাডভান্সড ট্রিটমেন্ট’ দেয়ার পদক্ষেপ নিতে।

সেই রায় ১৯ জানুয়ারি প্রকাশিত হওয়ার পর হাইকোর্টে নতুন করে জামিন আবেদন করার উদ্যোগ নেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা। ৩৬টি

মামলার মধ্যে ৩৪টি মামলায় খালেদা জিয়া জামিনে আছেন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।খালেদা জিয়ার জামিন শুনানি শেষ, আদেশ বেলা ২টায় যুগান্তর রিপোর্ট
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ১১:৩৮ | অনলাইন সংস্করণ

খালেদা জিয়ার জামিন শুনানি শেষ, আদেশ দুপুর ২টায়
জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয়েছে। আজ বেলা ২টায় শুনানির ওপর আদেশ দেবেন হাইকোর্ট বেঞ্চ।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ শুনানি গ্রহণ করে এ সময় ধার্য করেন।

খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এ সময় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, সগির হোসেন লিওন ও ফারুক হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে হাইকোর্ট বেঞ্চে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সবশেষ স্বাস্থ্য প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বিএসএমএমইউর প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, এই হাসপাতালের অধীনে উন্নত চিকিৎসায় খালেদা জিয়া সম্মতি দেননি।

আদালতের নির্দেশানুযায়ী বুধবার খালেদা জিয়ার চিকিৎসাসংক্রান্ত মেডিকেল রিপোর্ট জমা দেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। তবে আর্থ্রাইটিসের উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি সম্মতি দেননি বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জামিন আবেদনের ওপর আদেশকে কেন্দ্র করে সবার চোখ আজ উচ্চ আদালতের দিকে। খালেদা জিয়া কি জামিন পাবেন? নাকি আবেদন খারিজ হয়ে যাবে? এ নিয়ে জনমনে রয়েছে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা। বিএনপি নেতা ও আইনজীবীরা বলছেন, ন্যায়বিচার পেলে খালেদা জিয়া জামিন পাবেন বলে আশাবাদী। তবে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বুধবারই বলেছেন– খালেদা জিয়ার জামিন পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বুধবার সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদন জমা দেন বলে জানিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের

স্পেশাল অফিসার মো. সাইফুর রহমান।

তিনি বলেন, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিএসএমএমইউর আইনজীবী তানিয়া আকতার বিএনপি চেয়ারপারসনের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন সুপ্রিমকোর্ট রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করেন।

এর আগে ২৩ ফেব্রুয়ারি জিয়া চ্যারিটেবল মামলায় জামিন আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কেএম জহিরুল হকের যুগ্ম-বেঞ্চ বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে বিএসএমএমইউ উপাচার্যকে কোনোরকম ব্যর্থতা ছাড়াই এ প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর ওই প্রতিবেদন দাখিল এবং পাশাপাশি মামলার শুনানির জন্য বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করা হয়েছিল। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে খালেদা জিয়া অ্যাডভান্স থেরাপির জন্য সম্মতি দিয়েছেন কিনা, সম্মতি দিলে চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিনা এবং বর্তমান তার কী অবস্থা তা জানিয়ে প্রতিবেদন বুধবারের মধ্যে দিতে বলা হয়।

সেদিন খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এ সময় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, সগির হোসেন লিওন ও ফারুক হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

ওই দিন শুনানিতে জয়নুল আবেদীন বলেন, আমরা একমাত্র স্বাস্থ্যগত কারণে আবার আদালতে এসেছি। খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যগত অবস্থা আগের থেকে অনেক খারাপ। তিনি ৫ মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। নিজের হাতে খেতেও পারেন না। খাবার খেলেও তিনি প্রায় বমি করেন।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করার পর পরিবারের সদস্যরা গণমাধ্যমকে বলেন, তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এভাবে থাকলে তার কখন কী হয়ে যায় তা বলা যায় না। তাই আমরা তার জামিন প্রার্থনা করছি।

খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার প্রতিবেদন দিতে বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ভিসির প্রতি নির্দেশনা চেয়ে করা আবেদন তুলে ধরেন জয়নুল আবেদীন। তিনি বলেন, ‘প্রয়োজনে তার স্বাস্থ্যগত সর্বশেষ অবস্থা কী, সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন চাইতে পারেন।’

শুনানিতে জামিনের বিরোধিতা করে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, এর আগে এ আদালতে একই আবেদন করা হয়েছে এবং আপিল বিভাগে খারিজ হয়েছে। আপিল বিভাগে খারিজ হওয়া আবেদন এবং এ আবেদন পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আপিল বিভাগ তো বলেছেন উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তার সম্মতিতে সেটি করা হবে। এ ছাড়া তার চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ওষুধ বাংলাদেশে রয়েছে। এর পর হাইকোর্ট খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেন।

দুর্নীতির দুই মামলায় ১৭ বছরের দণ্ড মাথায় নিয়ে কারাবন্দি খালেদা জিয়া এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দল ও পরিবারের সদস্যরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে অন্য হাসপাতালে নিতে চাইলে তাতে অনুমতি মেলেনি।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় জামিন চেয়ে এর আগেও হাইকোর্টে আবেদন করেন খালেদা জিয়া। কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব, সংশ্লিষ্ট আইনের সর্বোচ্চ সাজা এবং বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়াসহ অন্য আসামিদের করা আপিল শুনানির জন্য প্রস্তুত- এমন তিন বিবেচনায় হাইকোর্ট বেঞ্চ ৩১ জুলাই সেই আবেদন খারিজ করে দেন। এর পর খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা আপিল বিভাগে যান। কিন্তু খালেদা জিয়া জামিন পাননি।

১২ ডিসেম্বর আপিল বিভাগ কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়ে জামিন আবেদনটি খারিজ করে দেন। আপিল বিভাগের ওই রায়ে বলা হয়, বিএনপি চেয়ারপারসনের সম্মতি থাকলে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে দ্রুত ‘অ্যাডভান্সড ট্রিটমেন্ট’ দেয়ার পদক্ষেপ নিতে।

সেই রায় ১৯ জানুয়ারি প্রকাশিত হওয়ার পর হাইকোর্টে নতুন করে জামিন আবেদন করার উদ্যোগ নেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা। ৩৬টি মামলার মধ্যে ৩৪টি মামলায় খালেদা জিয়া জামিনে আছেন বলে জানিয়েছেন

□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□-□□□□□□□□